এই সময়
সংবাদপত্র

30th May, 2014

কোন পরিষেবা মিলবে কত দিনে, সচেতনতায় সক্রিয় রাজ্য

কৌশিক সরকার

উপভোক্তা আইন যা বলে

পরিষেবা	সময়সীমা
☛ তফশিলি জাতি/উপজাতি, অন্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জাতিগত শংসাপত্র	৪ সপ্তাহ
☛ যানবাহন নিবন্ধীকরণ	৫ দিন
☛ ড্রাইভিং লাইসেন্স	৭ দিন
☛ নতুন রেশন কার্ড, নাম-ঠিকানা-বয়স-পদবি তথ্য পরিবর্তন, ডুপ্লিকেট কাড	৩০ দিন
☛ রেশন কার্ড সারেন্ডার ও ট্রান্সফার	১৫ দিন
☛ জমির তথ্য, অধিকার তথ্যের শংসিত নকল	২ দিন
☛ মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, শংসাপত্রের নকল	১৫ দিন
☛ মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিটের সংশোধন	৩০ দিন
☛ প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, প্রতিবন্ধী স্কলারশিপ	৩ মাস
☛ কন্যাশ্রী প্রকল্প	৩ মাস
☛ যে কোনও ধরনের পেনশন	৩ মাস
☛ জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র	৩ দিন
☛ বাড়িতে জলের লাইনের অনুমোদন	৭ দিন

ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবেন ৭ দিনে। গাড়ি রেজিস্ট্রেশন হতে হবে ৫ দিনে। মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ডের ডুপ্লিকেট কপি পাওয়ার জন্য সময় ১৫ দিন। রেশন কার্ড ট্রান্সফারের সময়সীমা ১৫ দিন।

এ সব তথ্য কি আপনি জানেন? যদি না-ও জানেন, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ, নাগরিকদের কাছে এসব তথ্য পৌঁছে দিতে এ বার কোমর বাঁধছে রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর। জুনের মাঝামাঝি থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হবে জনপরিষেবা আইন নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক প্রচার অভিযান।

গত সেপ্টেম্বরের শেষেই রাজ্যে পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষবা আইন (২০১৩)। জারি হয় বিধিও। নাগরিকদের সময়ে মেনে পরিষেবা দিতে এই উদ্যোগ নেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্যে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর, এখনও পর্যন্ত ১৬টি সরকারি দপ্তর এবং ১৪টি কর্পোরেশন ও পুরসভা এই আইন কার্যকর করতে নোটিফিকেশন জারি করেছে। বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে মোট ১৬৮ ধরনের পরিষেবাকে আনা হয়েছে এর আওতায়। কিন্তু আইন চালু হলেও, কাজে সে ভাবে গতি আসেনি। বাকি রাজ্যগুলির মধ্যে এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে কর্নাটক। তারা প্রায় ২৬৫টি পরিষেবাকে এই আইনের আওতাভুক্ত করেছে।

রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজ শুরুর আগেই ভোটের দিন ঘোষিত হয়েছিল। তার ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম শিকেয় ওঠে। ভোট মিটতে সে কাজে গতি আনাই রাজ্যের লক্ষ্য। ‘নিজের অধিকার নিজেই বুঝে নিন নাগরিকেরা’, সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে এটাই নিশ্চিত করতে চাইছে সরকার। উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছে। রাজ্যে জনপরিষেবা আইন কার্যকর করতে তারাই নোডাল দপ্তর।

সাম্প্রতিক অতীতে জাতীয় স্তরে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যে সব রাজ্যে জনপরিষেবা আইন কার্যকর হয়েছে, সেখানে সময় মেনে পরিষেবার কাজ এগিয়েছে অনেকটাই। আইন কার্যকর হওয়ার পর দালাল-নির্ভরতা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কমেছে। পরিষেবা পেতে বিবিধ হয়রানি থেকে রেহাই পেতে অনেকেই দালালদের উপর ভরসা করতেন। এই আইনে শুধু কর্মসংস্কৃতির মানোন্নয়নই নয়, সরকার চায়, দালালচক্র এড়িয়ে নাগরিক পরিষেবার মান বাড়াতে।